দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 22 FEB 2005
পৃষ্ঠা ~ ৪ ... কলাম ~ ৭

স্কুলে পরিত্যক্ত অবস্থায় কম্পিউটার

বিদ্যুৎ সংযোগের অভাবে টাঙ্গাইল জেলার শতাধিক স্কুল ও মাদ্রাসায় কম্পিউটার শিক্ষা দেওয়া যাইতেছে না বলিয়া জানা গিয়াছে। গত বৃহস্পতিবার ইত্তেফাকে প্রকাশিত সংবাদে বলা হইয়াছে জেলার গোপালপুর, মধুপুর, ভুয়াপুর ও ঘাটাইল উপজেলার দুই শতাধিক স্কুল ও মাদ্রাসায় সরকার হইতে বিনামূল্যে কম্পিউটার দেওয়া হইয়াছে। আবার কোন কোন স্কুল ও মাদ্রাসা ছাত্র-ছাত্রীদের কম্পিউটার শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য নিজেদের খরচে কম্পিউটার কিনিয়াছে। কিন্তু উপজেলার বাহিরের বেশীর ভাগ স্কুল ও মাদ্রাসায় এখনো বিদ্যুৎ যায় নাই। ফলে এই শেষোক্ত শতাধিক স্কুল ও মাদ্রাসায় কম্পিউটার শিক্ষা দেওয়া যাইতেছে না। সংবাদে আরো জানা গিয়াছে, কোন কোন স্কুল ও মাদ্রাসায় কম্পিউটার শিক্ষা দেওয়ার জন্য শিক্ষকও নিয়োগ করা হইয়াছে। এই শিক্ষকেরা এখন কম্পিউটার শিখাইতে না পারিয়া ছাত্র-ছাত্রীদের অন্যান্য পাঠ্য বিষয় শিখাইতেছেন এবং কম্পিউটারগুলি স্কুল-মাদ্রাসায় পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে।

কম্পিউটার প্রশিক্ষণের এই দুরবস্থা শুধুমাত্র টাঙ্গাইলের শতাধিক স্কুল ও মাদ্রাসায় ঘটিয়াছে তাহা বিশ্বাস্য নয়। কেননা, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এখনো দেশের সকল এলাকায় বিদ্যুৎ বিতরণ করিতে পারে নাই। যে এলাকায় বিদ্যুতের বিতরণ হয় নাই সঙ্গত কারণে সে সমস্ত এলাকার স্কুল ও মাদ্রাসায় সরকার কর্তৃক কম্পিউটার প্রদান করা হইলেও তাহা চালু করা সম্ভব হয় নাই। হয়তোবা এইভাবে দেশের হাজার হাজার স্কুল ও মাদ্রাসায় কম্পিউটারের ব্যবস্থা হওয়ার পরও ছাত্র-ছাত্রীরা কম্পিউটার শিক্ষার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইতেছে। সন্দেহ নাই, দেশের ছাত্র-ছাত্রীরা যখন আধুনিক জ্ঞান শিক্ষার এই যন্ত্রটির পরিচালন ব্যবস্থা শিখিবার জন্য অত্যন্ত উদগ্রীব এবং সরকারসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কম্পিউটার দিয়া এ ব্যাপারে সাহায্য করিতেছে তখন বিদ্যুতের অভাবে সুযোগটি না পাওয়া অত্যন্ত দুঃখজনক। আবার ইহাও অস্বীকার করা যায় না যে, সরকার ইচ্ছা করিলে এখনই প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের সকল স্কুলে বিদ্যুতের সংযোগ দিতে পারিবে না। কারণ, দেশে বিদ্যুতের যে চাহিদা রহিয়াছে বিদ্যুতের উৎপাদন তাহার চাইতে অনেক কম। অন্যদিকে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি পিডিবির নিকট হইতে বিদ্যুৎ ক্রয় করিয়া পল্লী অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ করিয়া থাকে।

এ পরিস্থিতিতে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা ছাড়া প্রায় সকল স্কুলে কম্পিউটার বিতরণ কতটা সঙ্গত হইয়াছে তাহা ভাবিয়া দেখার বিষয় বৈকি! প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, স্কুল ও মাদ্রাসা পর্যায়ের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ আদপেই কম্পিউটারের প্রথম পাঠ, অর্থাৎ কম্পিউটার কী, ইহার দ্বারা কী হইবে, ইহার কোন অংশকে কী বলা হয় এবং এই যন্ত্রটি কীভাবে চালাইতে হয় হাতে কলমে তাহার প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়ার মধ্যে স্কুল-মাদ্রাসার কম্পিউটার কোর্স সীমাবদ্ধ। এ বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে আগ্রহও রহিয়াছে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে বিদ্যুতের ব্যবস্থা না করিয়া স্কুল-মাদ্রাসায় হাজার হাজার টাকার কম্পিউটার কেন এবং কি করিয়া দেওয়া হইল তাহা আমাদের বোধগম্য নয়। এ অবস্থায় ছাত্র-ছাত্রীদের কম্পিউটার শেখারতো প্রশ্নই আসে না, উপরন্তু কম্পিউটার পরিত্যক্ত অবস্থায় নষ্ট হওয়াই স্বাভাবিক। এইভাবে লক্ষ লক্ষ টাকা নষ্ট করার সঙ্গতি এদেশের দরিদ্র দেশের থাকার কথা নয়। ইহা একান্তই সরকারী অর্থের অপচয় বলিয়া মনে করি।

আমরা যতদূর জানি, বিদ্যুতের অভাবে আমাদের প্রতিবেশী দেশের পশ্চিমবঙ্গে কম্পিউটার শিক্ষা বাধাগ্রস্ত হইতেছে। এমত পরিস্থিতিতে তাহাদের বহু অঞ্চলের স্কুলে ব্যাটারীর সাহায্যে টেলিভিশন চালানোর মত কম্পিউটারও চালাইতেছে। ইহা আমাদের দেশেও সম্ভব বলিয়া মনে করি। বিশেষ করিয়া কম্পিউটারের যে প্রাথমিক পাঠ স্কুল-মাদ্রাসায় দেওয়া হয়, তাহা বিদ্যুৎ বিহীন স্কুল-মাদ্রাসায় ব্যাটারীতেও সম্ভব। ইহার জন্য যে বাড়তি ব্যয় হইবে তাহা স্কুল-মাদ্রাসা নিজেরাই বহন করিতে পারিবে। তবে অবশ্যই স্কুল-মাদ্রাসাগুলিতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির বিদ্যুতের সংযোগ দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনায় রাখিতে হইবে।